The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

কুয়াকাটায় শুরু রাস উৎসব

- A Monitor Desk Report Date: 05 November, 2025

পাটুয়াখালী : দেশের অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্র সৈকত, সাগর কন্যা কুয়াকাটায় লাখও সনাতন ধর্মাবলম্বীর পুণ্যস্নানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে রাস উৎসব।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজারও পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর সঙ্গে সৈকত এলাকা মুখর হয়ে ওঠে। পূজা অর্চনা, প্রার্থনা ও স্নানের মাধ্যমে তারা পরিবার, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করেন।

সূর্যের আলো ফোটার আগেই কুয়াকাটার সৈকতে হাজির হাজারও সনাতন ধর্মাবলম্বী। উলুধ্বনি ও গীতা পাঠে মুখরিত পুরো সৈকত।

মোমবাতি, আগরবাতি ও সিঁদুর সমুদ্র জলে অর্পণ করেন সনাতনী নারীরা। পরে শঙ্খ ও ঢোলের তালে তালে পুণ্য স্নানে মিলিত হয় বঙ্গোপসাগরের জলে। ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলতে থাকে পুণ্যস্নানের আনুষ্ঠানিকতা। এসময় পরিবার, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

পুণ্যার্থীরা জানান, রাস পূর্ণিমায় সবাই এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। তাদের জাগতিক সব পাপ থেকে মুক্তি মিলবে এ পুণ্যস্নানে বলে বিশ্বাস করেন তারা।

পুণ্যস্নানের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে ৫ দিনব্যাপী রাস উৎসব। যে উৎসবকে ঘিরে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের পদচারণায় মুখর কুয়াকাটার ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত। যাতে সবধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে সার্বজনীন মেলায় পরিণত হয়েছে এ উৎসব।

কুয়াকাটা রাসপূজা উদযাপন কমিটি সভাপতি কাজল বরন দাস বলেন, ‘প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমরা অনেক অনুষ্ঠান রেখেছি। এখানে ধর্মীও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আমরা আশা করছি পুণ্যার্থীরা নিরাপদে এ উৎসব আয়োজন উপভোগ করবেন।’

রাস উৎসব ঘিরে হাজারও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কঠোর অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পটুয়াখালী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার জাহিদ বলেন, ‘আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্যে কাজ করছি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়া আছে।’

আয়োজকরা বলছেন, মানবতা রক্ষায় দ্বাপর যুগে কংস রাজাকে বস করে পূর্ণিমা তিথিতে ঘটে রাধা-কৃষ্ণের পরম প্রেম। সেই থেকেই মূলত রাস উৎসবের প্রচলন। সত্য ও সুন্দরের জয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রায় ২০০ বছর ধরে কলাপাড়ায় রাস উৎসব উদযাপন করে আসছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

-B